জান্নাত পর্ব-৪

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে : "জান্নাত"। "জান্নাত" অর্থ বাগান আর উদ্যান সমূহ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল হাক্কাহ

১) সে থাকবে জান্নাতুন আ'লিয়ায় (উঁচু জান্নাতে)।

সুরা ৬৯ আল হাক্কাহ, আয়াতঃ ২২, ২৩

সুমহান জান্নাতে।

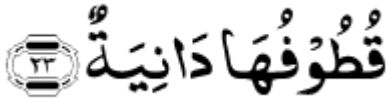

যার ফলরাশি অতি নিকটে থাকবে নাগালের মধ্যে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল মা'আরিজ

২) তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত ।

সুরা ৭০ আল মা'রিজ, আয়াতঃ ৩৫

তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে।

৩) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাদের নিয়ামতে ভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে ? কখনো নয়।

সুরা ৭০ আল মা'রিজ, ৩৮, ৩৯

তাদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে , তাকে প্রবেশ করানো হবে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে।

না, তা হবে না, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তারা তা জানে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল মুদ্দাস্‌সির

৪) তারা (ডান পাশের লোকেরা , অর্থাৎ সৎকর্মশীল) থাকবে জান্নাতে।

সুরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির , আয়াতঃ ৩৯.৪০,৪১,৪২

তবে দক্ষিণপার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা (ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ)নয়,

তারা জান্নাতে থাকবে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে।

অপরাধীদের সম্পর্কে।

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

তোমাদের কিসে সাকার (জাহান্নামে)-এ নিক্ষেপ করেছে?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল ইনসান/ আদ দাহার

৫) তাদের সবরের বিনিময়ে তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন জান্নাত, আর রেশমি পোশাক।

সুরা ৭৬ আল ইনসান, আয়াতঃ ১২

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾

আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে জন্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বুরূজ

৬) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও আ'মলে সালেহ্ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

সুরা ৮৫ আল বুরূজ , আয়াতঃ ১১

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যেই রয়েছে এমন জান্নাত যার নিম্নে নদীসমূহ প্রবাহিত; এটাই বড় সফলতা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল গাশিয়া

৭) তারা থাকবে জান্নাতিন আ'লিয়াতে।

সুরা ৮৮ আল গাশিয়া, আয়াতঃ ১০

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল ফাজ্‌র

৮) প্রবেশ করো আমার (সৎকর্মশীল) দাসদের মধ্যে, আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

সুরা ৮৯ আল ফাজ্‌র, আয়াতঃ ২৯, ৩০

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অনর্ভুক্ত হও।

وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল বাইয়্যেনা

৯) তাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত।

সুরা ৯৮ আল বাইয়্যেনা , আয়াতঃ ৮

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾

তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত , সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে ; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট ; এটা তার জন্য যে, তার প্রতিপালককে ভয় করে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল বাকারাহ্

১০) আর তখন আমি আদমকে বললামঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বসবাস করো জান্নাতে।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ৩৫

وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا

حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

এবং আমি বললামঃ হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিনী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর ; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না- অন্যথা তোমরা অত্যাচারীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

১১) অন্যদিকে যারা ঈমান আনে ও আ'মলে সালেহ্ করে তারা হবে আস্হাবুল জান্নাহ।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ৮২

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۸۲﴾

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারাই জান্নাতবাসী , তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

১২) তারা আরো বলে , কখনো দাখিল হবে না জান্নাতে ইহুদি বা খৃষ্টান ছাড়া অন্যকেউ। আসলে এটা তাদের (অলীক) কামনা মাত্র।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ১১১

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ
اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾

এবং তারা বলেঃ যারা ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না , এটাই তাদের বাসনা; তুমি বলঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

১৩) নাকি তোমরা ধরে নিয়েছো তোমরা (অতি সহজেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে?

সুরা ২ বাকারাহ্ , আয়াতঃ ২১৪

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿۲۱۴﴾

তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেই ফেলবে? অথচ তোমাদের অবস্থা এখনও তাদের মতো হয়নি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিলো এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিলো; এমনকি রাসুল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিলেন কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

১৪) তারা (মুশরিকরা) আহ্বান জানায় আগুনের দিকে। আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আহ্বান জানাচ্ছেন জান্নাত আর মাগফিরাতের দিকে।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ২২১

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ
اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ
اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

এবং অংশীবাদীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না এবং নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী অংশীবাদিনী (স্বাধীনা) মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মহিত করে ফেলে এবং অংশীবাদীগণ বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলমান নারীদের) বিবাহ প্রদান করো না এবং নিশ্চয় অংশীবাদী

তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমন্ডলীর জন্যে স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন , যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

১৫) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে , তোমরা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো বাস্তবে দেখে নেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে আর কারা অটল অবিচল থেকেছে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৪২

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ যারা জিহাদ করে তোমাদের মধ্য হতে তাদের ব্যপারে আল্লাহ অবগত হবেন না? ও ধৈর্যশীলদের তিনি জানবেন না?

১৬) তখন (কিয়ামতকালে) যাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে , সে-ই হবে সফলকাম।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৮৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَ مَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেউ অগ্নি হতে বিমুক্ত হয়েছে ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে , ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

১৭) যে কোন পুরুষ বা নারী মু'মিন অবস্থায় আ'মলে সালেহ্ করবে , তারা অবশ্যই দাখিল হবে জান্নাতে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১২৪

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকার্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা খেজুর কণা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মায়েদা

১৮) জেনে রাখো ,যে কেউ আল্লাহর সাথে (কাউকে) শরীক বানাবে , আল্লাহ তার জন্যে হারাম করে দেবে জান্নাত এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৭২

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ
الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ
يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

নিশ্চয়ই তারা কুফুরী করেছে যারা বলেছে যে , মাসীহ ইবনে মারইয়ামই তো আল্লাহ; অথচ মাসীহ নিজেই বলেছিলেনঃ হে বানী ঈসরাইলগণ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) অংশীদার স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ’রাফ

১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বসবাস করো জান্নাতে।

সুরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ ১৯

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তা খাও; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না , অন্যথায় অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে।

২০) এবং জান্নাতের পাতা দিয়ে তারা (আদম ও হাওয়া) নিজেদের

(লজ্জাস্থান) ঢেকে নিতে থাকলো।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ২২

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ
طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ
اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

সুতরাং সে (ইবলিস) তাদের উভয়কে প্রতারণা ও ছলনা দ্বারা নীচে নিয়ে আসলো (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করলো)। ফলে যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করে ফেললো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো, এ সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি কি এ বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করি নি? আর শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তা কি আমি তোমাদেরকে বলি নি?

হে আল্লাহ , মেহেরবানী করে তুমি দুনিয়ায় আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং আখেরাতে আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করো।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....